কুষ্টিয়ার বারুইপাড়া ইউনিয়নে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি জামাতের হরতাল অবরোধ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে মশান বাজারে এই শান্তি সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্যে দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী জননেতা কামারুল আরেফীন বলেন, ১৯৭৩ সালের পরে এ আসনে কোন আওয়ামী লীগের এমপি ছিলোনা। যেখানে পাশের সংসদীয় আসনে বড় বড় মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেখানে হাসানুল হক ইনু এমপি নির্বাচিত হয়ে বিগত ১৫ বছরে তেমন কোন উন্নয়নমুলক কাজ করেননি, সংসদেও তেমন কোন উন্নয়নের কথা বলেননি। মিরপুর-ভেড়ামারাবাসী চিরকালই উন্নয়ন বঞ্চিত হয়েছে। তবে আমি যদি এমপি নির্বাচিত হই, তাহলে আমি মিরপুরে একটি কৃষি ইন্সটিটিউট অথবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবো।

মিরপুর-ভেড়ামারাবাসীর জন্য কিছু করতে চাই উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিগত সময়ে এলাকার জনগন ভোট দিয়ে আমাকে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিলো। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আগামী দিনেও এলাকার মানুষের জন্য কাজ করবো।

কামারুল আরেফিন বলেন, বিএনপির নেতাকর্মীরা দেশে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে জনগণের জান-মালের ক্ষতি করছে। তাদের সকল অপশক্তি প্রতিহত করতে শান্তি সমাবেশ অব্যাহত থাকবে। দেশের উন্নয়নে বাধা দিতে আসলে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে জীবনযাপনের স্বার্থে তা কঠোর হাতে প্রতিহত করবে। এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যা করার দরকার তাই করতে চাই। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজপথে নেমেছি, আছি, থাকবো ইনশাআল্লাহ।

শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. আব্দুল হালিম বলেন, ধার করা মাঝিকে না দিয়ে প্রকৃত নৌকার মাঝিকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবো। ২০০৮ সালের আগে

ইনু সাহেব তিন বার এম নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু এমপি হতে পারে নি। পরে তিনি নৌকায় উঠে এমপি হয়েছিলেন। সংসদে মিরপুর-ভেড়ামারার কথা বলেন নি তিনি। এ আসনের উন্নয়ন করতে ব্যার্থ হয়েছে। তিনি বলেন, শান্তির লক্ষ্যে আমরা এই শান্তি সমাবেশ করছি। বারবার ঘুগু তুমি খেয়ে যাও ধান। সেটি আর এবার হতে দেওয়া হবে না। আমরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কামারুল আরেফিন কে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাবো।

তিনি বলেন, নৌকার মাঝি জনগণ। সুতরাং জাসদ সভাপতি হয়ে এখনো আপনি নৌকায় উঠে এমপি হতে চান। আপনি তো সুবিধা নেন আওয়ামী লীগ থেকে। আগামী ৭ তারিখে জনগণের ভোটের মাধ্যমে রায় দেবে আপনি কোন সে জাতীয় নেতা।

বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক মোমিনুল হক মোমিনের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের উপ-কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি সুরঞ্জন ঘোষ, উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রুহুল আলম হোসেন, প্রচার সম্পাদক বিএম জুবায়ের রিগ্যান, দপ্তর সম্পাদক রাশেদুজ্জামান ছন্দ, চিথলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান এনামুল হক বাবলু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা,মিরপুর উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আসলাম আরেফিনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

দামুড়হুদায় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় সম্পত্তি, বাল্যবিবাহ নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক

কর্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, চোরাচালান প্রতিরোধ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে চোরাকারবারিরা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে সেদিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে, নাশকতাকারীরা যেনো জ্বালাও পুড়াও করতে না পারে সেদিকে সর্বক্ষণ আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। উপজেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাভাবিক রয়েছে। এজন্য তিনি পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বর্তমান দেশের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। তাই অপরাধ প্রবণতা বন্ধে ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের পাশাপাশি সকল নাগরিককে ভূমিকা রাখতে হবে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। অপরদিকে বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে শক্ত অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেন। বাল্যবিবাহ একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা, অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয়। বাল্যবিবাহ মেয়েদের উপর স্বাস্থ্য সমস্যা সহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাল্য বিবাহের কারণে তাদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়া, সহিংসতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। উপজেলায় বিবাহ পরানোর কাজে নিয়োজিত কাজী ও ইমামদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সহ জবাব দিহিতায় রাখা হবে, উঠতি বয়সী তরুণ প্রজন্ম স্কুল পড়ুয়া কলেজ পড়ুয়া মরণব্যাধি মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ছে ধ্বংস হচ্ছে পরিবার-পরিজন, মাদকের বিরুদ্ধে আরো কঠোর হতে হবে ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের সচেতন হতে হবে তাহলে মাদক নির্মূল করা সম্ভব।

এসময় বক্তারা বলেন, উপজেলায় যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মত বিভিন্ন স্থানে ক্লিনিক খুলে অপারেশনের নামে চলছে রমরমা গলাকাটা বানিজ্য। এসব ক্লিনিকে নেই কোন ডিগ্রীধারী ডাক্তার ও নার্স। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বলির পাঠা হচ্ছে। কয়েকদিন আগেও কার্পাসডাঙ্গা বাজারে একটি ক্লিনিকে একজন প্রসূতির মৃত্যু হয়। তাই অতি দ্রুত এসব ক্লিনিক গুলোকে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান বক্তারা।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত ওসি মাহবুবুর রহমান, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, উপজেলার বিজিবি ক্যাম্পের প্রতিনিধি বৃন্দ, দামুড়হুদা উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার রাফেজা খাতুন, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোছা: মারিয়া মাহবুবা, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুন্নাহার, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

এসো নতুন করি বরণ, তোমাদের আগমনে ধন্য হোক এ ভুবন এ শ্লোগানকে ধারণ করে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ এ নবীন বরণ ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে এগারটার দিকে কলেজ চত্ত্বরে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের আয়োজনে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল ও মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড.আব্দুস সালাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মুজিবনগর সরকারী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আশরাফুল ইসলাম,কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদ,প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ড. গাজী রহমান, জেলা মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হিরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করে কলেজের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কুষ্টিয়াতে শ্রমিক লীগনেতা ইউসুফ আলীর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মরহুম ইউসুফ আলী স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজ মোড় মহিলা শ্রমিক লীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ আলী খান।

জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মো: জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মেহেরুন্নেসা বিউটি, জেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: পলাশ মিয়া, মুসা আলী খান, হামিদুল ইসলাম, শাহিনুল ইসলাম লেবু, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, মাহি বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক আব্দুর রশিদ, পুনর্বাসন সম্পাদক সালাউদ্দিন, কুমারখালী থানা কমিটি লীগের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম সাদ্দাম, জেলা যুব শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন, শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি বরকত আলি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গফফার আলী খানসহ ইউসুফ আলীর পরিবারের সদস্যরা ।

বক্তারা বলেন, ইউসুফ আলী একজন ভালো এবং সৎ মানুষ ছিলেন। শ্রমিক লীগের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের ১১১৮’র

প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন। শ্রমিকদের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। শ্রমিক লীগের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তার সরব উপস্থিতি এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রেখে শ্রমিক রাজনীতি করেছেন। তার মৃত্যুতে জেলা শ্রমিক লীগের
যে শুন্যতা তা কখনো পোষাবার নয়।

পরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মিললাইন জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান।

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

উক্ত পরামর্শ সভা আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় পিএসকেএস খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান।

এ সময় চাষীদের পুকুরে প্রাথমিক খাদ্য পরীক্ষা, মাছের সাধারণ রোগ-প্রতিকার, মাছ চাষের সাধারণ সমস্যাবলী ও সমাধানসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও পানি পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

গাংনীতে ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল ৩ টার সময় ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভা কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির বিদ্যেুৎসাহী সদস্য মো কাবু হোসেন,অবিভাবক সদস্য বাশারুল ইসলাম, সাবেক ইউ পি সদস্য ও অবিভাবক সদস্য আবুল কালাম।

আরো উপস্থিত ছিলেন ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো আনোয়ার হোসেন সহ সকল সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ।

এ সময় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান রানা শিক্ষকদের উদ্দেশ্য বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে আপনাদের কে বর্তমান কারুকুলাম অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রী দের পাঠদানে সক্রিয় হতে হবে। তাহলে ছাত্র ছাত্রী তাদের বর্তমান কারুকলাম কে সাদরে গ্রহন করে পড়া লেখায় মনযোগী হবে।

নতুন এই কারুকুলাম নিয়ে সকল শিক্ষক কে অবহিত করে বলেন আগামী দিনে যে ক্লাস পরিচালনা করবেন তা নতুন কারিকুলাম মেইনটেইন করেই পরিচালনা করতে হবে। থিউরি সাথে বাস্তবমুখী শিক্ষাদানে আরো সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন কারুকুলাম বিষয়টি সু স্পষ্ট ধারনা দিতে হবে। কারন স্লেবাস হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের মুল বিষয়। কাজেই এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে পাঠদান করতে হবে।

মেহেরপুরে গণজাগরণের শিল্প

আন্দোলন সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে গণজাগরণের শিল্প আন্দোলন সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়েজনে রবিবার রাতে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এ সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এসময় পি পি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা বি এম এ’র সভাপতি ডাঃ আবুল বাশার, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান,সহ-সভাপতি নুরুল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা সাংস্কৃতিক উৎসবের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে অতিথিদের মুগ্ধ করে তোলে।

জীবননগরে আনন্দ মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাজী মোঃ আলী আজগার টগর চুয়াডাঙ্গা-২ (জীবননগর-দামুড়হুদা) আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ায় জীবননগরে আনন্দ মিছিল, মোটরসাইকেল শোডাউন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩টার সময় জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা জীবননগর উপজেলার হাসাদহ বাজার থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করেন।

মিছিলটি হাসাদহ বাজার থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জীবননগর বাসষ্ট্রান্ড চত্বরে এসে শেষ হয়। এরপর জীবননগর মুক্ত মঞ্জে উপজেলা সদরে দলীয় নেতা-কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার

মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন এমপি টগর ।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোতুজা,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু,জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম,দশনা পৌর সভার মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা ,মনোহরপুরইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান,উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান,কে,ডি,কে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলুসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকমিগন উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোতুজা বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা পুনরায় চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের যোগ্য প্রাথী হাজী আলী আজগার টগরকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ায় আমরা আনন্দিত। হাজী আলী আজগার টগর এই আসন থেকে যতবার নির্বাচন করেছেন, ততবারই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। তাঁর বিপক্ষে যাঁরা নির্বাচন করেছেন, তাঁরা সবাই জামানাত হারিয়েছেন। আশা করছি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আলী আজগার টগরের বিপক্ষে এখানে কোনো দল থেকে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তিনিও জামানাত হারাবেন।’

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রাথী হাজী আলী আজগার টগর বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে যোগ্য মনে করে আবারও মনোনয়ন দিয়েছে এ নিয়ে আমি পাচবার জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করবো এর আগেও এই আসন থেকে আমি ৪বার বিজয় লাভ করেছি আশাকরি এবারও জয়লাভ করবো । তিনি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আশার পর তিনার দেওয়া নিদেশনা মতে আমি আমার এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি এবং আগামি নিবাচনে নিবাচিত হয়ে আমার নিবাচনী এলাকায় যে সমস্থ উন্নয়নমূলক কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি সেগুলো সমাপ্ত করবো ।

মেহেরপুর জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মউকের উদ্দোগে মেহেরপুর জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের দ্বি-মাসিক সমন¦য় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদের সদস্য মোছাঃ শামিমা আক্তার হিরার সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

এসময় নারী ও শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ আজিমুল বারি (মুকুল), সাবেক প্যানেল মেয়র মোঃ নবীরউদ্দিন, বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম এবং নারী নেত্রী মোছাঃ জাকিয়া আক্তার আল্পনা সহ আরো অনেকে।

সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার। মেহেরপুর জেলার বর্তমান পারিবারিক সহিংসতা সহ নারী ও শিশু নির্যাতনের উপর বিভিন্ন তথ্য বহুল আলোচনা করে সকল ধরনের নির্যাতিতদের পাশে থেকে এই কমিটি কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আখতার ও মেহেরপুর জেলা জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সম্মানিত সদস্যগণ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের

সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের ১৫১৩ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয় ।

১৫১৩ তম এ আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, আবু নাসিফ খলিল, হুমায়ুন কবীর, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,নটরাজ হারুন অর রশিদ, বেঙ্গলী,হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, নুরুজ্জামান,কাজল গুরু,আহাদ আলী মোল্লা, এম এ মামুন, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।ইংরেজি সাহিত্যের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান।

চিরায়ত সাহিত্য থেকে অভিনয় করেন শহিদুল রনি।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল।